দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 30 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে চূড়ান্ত মেধা যাচাই

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষা ব্যতীত কোন দেশ বা জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম একটি দরিদ্র দেশ। এদেশের শিক্ষার প্রতি জাতিসংঘ ইউনিসেফ-এর মাধ্যমে যথেষ্ট সাহায্যদান করে আসছে। শিশুরা বিনামূল্যে প্রাপ্ত বই পেয়ে অনেকেই বিদ্যালয় থেকে ছিটকে পড়ে। এই শ্রেণীর শিশুদের শিশু জরিপে ড্রপ আউট হিসেবে দেখানো হয়। শিক্ষক/শিক্ষিকাবৃন্দ ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে হিমসিম খাচ্ছেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই শ্রেণীভুক্ত শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে পরবর্তী শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে থাকে। বিধিবহির্ভূত হলেও শিক্ষকগণ চাপের মুখে ভর্তি করতে বাধ্য হন। প্রাথমিক স্তরে বিদ্যমান এ ধরনের অনিয়ম দূর করার জন্য কঠোর বিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, ৫ম শ্রেণীতে বার্ষিক পরীক্ষার পরিবর্তে স্ব স্ব থানায় সেন্টার পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করা উচিত। তা হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে লেখাপড়ার মনোভাব পরিবর্তন হবে। এ জন্য থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য বোর্ড গঠন করা এবং বোর্ডে সংশ্লিষ্ট টিএনও এবং জেলা প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

—এ কে এম আবদুল মজিদ

বাংলা বিষয় প্রসঙ্গে

বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু কয়েক বছরের বিএ পরীক্ষার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, এই বিষয়টিতেই অকৃতকার্যদের সংখ্যা অনেক বেশী। এর অনেক কারণ আছে। যেমন— এই বিষয়টির পাঠ্যক্রম বার বার বদল করা হয়। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সাথে অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কোন মিল নেই। যেমন— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯২ সালের পরীক্ষার জন্য আমাদের ৯টি গল্প, ৮টি প্রবন্ধ এবং ১৮টি কবিতা পড়তে হচ্ছে। আর তিন ঘন্টার পরীক্ষায় আমাদের ৩টি বড় প্রশ্ন, ৩টি ব্যাখ্যা, ১টি রচনা, ১টি পত্র ও ব্যাকরণ লিখতে হবে। অথচ এতগুলো গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পড়ে মাত্র ৩টি বড় প্রশ্ন ও ৩টি ব্যাখ্যা লিখতে বলার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না কোন মতেই।

দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যক্রমের পার্থক্য নির্ণয় করলে দেখা যাবে যে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয় অনেক বিস্তৃত। এমন তো হবার কথা নয়। এছাড়া ভালভাবে ১০০ নম্বরের উত্তর লিখে ৩৩ নম্বর পাওয়া খুবই দুরূহ ব্যাপার। সেই সাথে প্রশ্ন— ব্যাখ্যা, রচনা ও পত্র হুবহু কমন হওয়া অতীব কষ্টসাধ্য ও ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ আমাদের ঐচ্ছিক অন্যান্য বিষয়ের বেলায় এর ব্যতিক্রম ঘটছে।

তাই বিএ পরীক্ষার বাংলা বিষয়ের নম্বর প্রদানের ব্যাপারে যৌক্তিকতা ও সহানুভূতিশীল হওয়ার জন্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যক্রম এত বিস্তৃত রাখার প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেখার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের আশুদৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—জাহাঙ্গীর রাজা